ভয়াদিরও আয়াস নিরর্থ হয় নাই। যেহেতু আমাসম্বন্ধে ভয়েও তাহার মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়াছে। তাহা হইলে যাহারা 'সত্তম' অর্থাৎ বিশুদ্ধভক্ত, তাহাদের আমাবিষয়ক কোন চেষ্টাই যে ব্যর্থ হয় না—তাহা বলাই বাহুল্য।

অনন্তর শ্রীমান উদ্ধবের মত যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে একান্ত অনুগত, তাঁহাদের সাধন বা সাধ্য উভয়বিধ অবস্থাতেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপই পরম উপাদেয়—ইহাই বলিতেছেন।

জ্ঞানে কর্ম্মনি যোগে চ বার্ত্তায়াং দণ্ডধারণে।
যাবানর্থো নৃনাং তাত তাবাং স্তেঽহং চতুর্ব্বিধঃ॥ ১১।২৯।৩১

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"হে উদ্ধব! জ্ঞানে, কর্ম্মযোগে এবং বার্ত্তা ও দণ্ডধারণে মানবগণের ধর্ম্মাদিলক্ষণ যে চারিপ্রকার ফল তোমার সম্বন্ধে, সেই সমুদয়ও আমিই। তন্মধ্যে জ্ঞানের ফল মোক্ষ, নিষ্কাম কর্ম্মের ফল ধর্ম্ম, সকাম কর্ম্মের ফল কাম অর্থাৎ বিষয়ভোগ, যোগের নানাপ্রকার সিদ্ধিলক্ষণ লৌকিক ফল, বার্ত্তা অর্থাৎ জীবিকা ও দণ্ডধারণের নানাবিধ লৌকিক ফল।" এইপ্রকারে চারিপ্রকার ফল দেখান হইল। শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে—"হে উদ্ধব! আমিই তোমার ধর্ম্ম, আমিই তোমার মোক্ষ, আমিই তোমার সিদ্ধি এবং আমিই তোমার নানাবিধ লৌকিক ফলস্বরূপ॥ ৩৩০—৩৩৪॥

পুনরেবমেব শ্রীমানুদ্ধবোঽপি প্রার্থিতবান—নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্। যথা তচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনা॥ ৩৩৫॥

টীকা চ—এবং যদ্যপি ত্বয়া বহুক্তং, তথাপ্যেতাবৎ প্রার্থয় ইত্যাহ, নমো ঽস্ত্বিতি। অনুশাধি অনুশিক্ষয়। অনুশাসনীয়স্তমেবাহ যথেতি। মুক্তাবপ্যনপায়িনীত্যেষা॥ ১১।২৯॥ শ্রীমানুদ্ধবঃ॥ ৩৩৫॥

অতএবান্তত্রাপ্যভিপ্রেয়ায়—যথা ত্বামরবিন্দাক্ষ যাদৃশং যাবদাত্মকম্। ধ্যায়েন্মুমুক্ষুরেতন্মে ধ্যানং মে বক্তু মর্হসি॥ ৩৩৬॥

টীকা চ—মুমুক্ষুস্ত্বাং যথা ধ্যায়েৎ তন্মে বক্তু মর্হসি। জিজ্ঞাসোঃ কথনায় মে পুনরেতৎ ত্বদ্দাস্যমেব পুরুষার্থঃ, ন তু ধ্যানেন কৃত্যমস্তীতি। তদুক্তং, ত্বয়োপযুক্তস্রগ্ গন্ধেত্যাদীত্যেষা॥ ৩১।১৪॥ শ্রীমানুদ্ধবঃ॥ ৩৩৬॥

তস্য সর্ব্বাবতারাবতারিত্বপ্রকটিতং পরমশুভস্বভাবত্বং চ স্মৃত্বাহ—অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী। লেভে গতিং ধাত্র্য্য চিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥ ৩৩৭॥

অত্র্য যা উচিতা গতিস্তামেব॥ ৩।২॥ স এব॥ ৩৩৭॥

পুনরায় শ্রীমান উদ্ধব মহাশয়ও এইপ্রকারেই প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

নমো ঽস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্।
যথা তচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী॥ ১১।২৯।৩৮